দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 2 0 NOV 2008
পৃষ্ঠা · ৭ · কলাম · ৩

ব্র্যাক স্কুল কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাস প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষার পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা স্বীক
করেছে ব্র্যাক'র হরিণাকুণ্ডু শাখার একজন কর্মকর্তা। ঐ শাখার আরেকজ
উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রকাশিত হয়ে পীড়ায় শিক্ষকদের চে
রাঙাচ্ছেন। ১৭ নভেম্বর হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তাহের হুদা সরকারী প্রাথমি
বিদ্যালয় কেন্দ্রে রামনগর খালপাড়া ব্র্যাক স্কুল ও নারায়ণকান্দী ব্র্যাক স্কু
ইংরেজী পরীক্ষার সময় অনেক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উদ্ধারকৃত নকলে
সাথে মূল প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ব্র্যাকে
জনৈক মিজান এই প্রশ্নপত্র বাইরে সরবরাহ করেছে। অভিযোগ উঠে
ব্র্যাকের প্রায় সকল ছাত্রের কাছেই প্রশ্নপত্র আগে থেকেই সরবরাহ ক
হয়েছে। পর্যবেক্ষক মহল বলছেন, ব্র্যাকের প্রাথমিক শিক্ষা দখলের ই
নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্য সামনে রেখেই এ ধরনের কুকর্ম সম্পাদন ক
হয়েছে। এ বছরই প্রথম সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা কে
কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঐ সব কেন্দ্রে ব্র্যাক স্কুলের ছাত্ররাও পরীক্ষা দিচ্ছে
পরীক্ষায় তাদের ফল ভাল দেখানোর দুরভিসন্ধি নিয়েই প্রশ্নপত্র ফাঁস ক
হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।

ব্র্যাকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে মাত্র কিছুদিন আ
দেশের শিক্ষক সমাজসহ সচেতন মহল প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে সম
ব্র্যাকের পক্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংবাদপত্রে দেয়া বক্তব্যের জবা
দেশের প্রাথমিক শিক্ষকরা বলেছিলেন, ব্র্যাক তাদের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়গুলে
মানোন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে। এর আগে ব্র্যাকের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ব
হয়েছিল, দেশের ন'টি জেলার ২০টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়
সরকারের সাথে যৌথভাবে পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে ব্র্যাক। ছাত্র-ছাত্রীদে
শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই যৌথ কর্মসূচী পালিত হবে। এ ব
১১ জুন রাজধানীর একটি নামী হোটেলে সাংবাদিকদের ডেকে ব্র্যাকে
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ব্র্যাক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মানসম্ম
প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করা দেশের প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিক
এবং এই অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এর ৫ মাসের মধ্যেই তাদে
জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে, মানোন্নয়নের নামে কোমলম
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে নকলপ্রবণ করে তোলার নতুন দায়িত্ব হাতে
নিয়েছে এনজিওটি। দেশে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক পর্যায়ে সমাপনী পরীক্ষ
কেন্দ্রীয়ভাবে নেয়ার বিধান চালু করার পিছনে ছাত্রদের মেধা, মনন পরীক্ষা
যে চিন্তা কার্যকর রয়েছে দেখা যাচ্ছে সেই মূল লক্ষ্য ভণ্ডুল করার হীনচক্রান্তে
মেতে উঠেছে ব্র্যাক। কার্যতঃ ব্র্যাকের শিক্ষা কর্মসূচীতে এই নোংরা প্রবণতা
মধ্যদিয়ে এনজিও ব্যবস্থাপনার অসারতাই প্রমাণিত হয়েছে। এর ফলে এনজি
ভিত্তিক শিক্ষার ব্যাপারে অনৈতিকতার যে অভিযোগ সচেতন মহল থেকে বা
বার উত্থাপিত হয়েছে, তাও প্রমাণিত হলো। শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ খা
নিয়ে এই ধরনের ছেলেখেলার মারাত্মক পরিণতি হবে দেশের জন্য। বর্তমা
অবস্থায় প্রশ্নপত্র তৈরী হয় জেলা পর্যায়ে এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রাথমি
শিক্ষা অফিস পর্যায় থেকে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের কোন কোন এলাকা
প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার তদন্তে ইউএনও তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এস
কমিটির তদন্ত রিপোর্ট আদৌ সূর্যের মুখ দেখবে কি না, সে প্রশ্নও ইতোমধ্যে
উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রসঙ্গটি মাথায় রেখেই গোটা বিষয়
বিবেচনায় আনা দরকার।

অনেক আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কের পর দেশের শিক্ষা খাতকে যখ
নকলমুক্ত করা হয়েছে, ঠিক তখনই প্রাথমিক পর্যায়ে দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষে
মদদে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নকলপ্রবণ করার এই খবরটি প্রকাশি
হয়েছে। উদ্বেগজনক এই খবরের পিছনে একটি মহলের জাতীয় শিক্ষাবিরো
চক্রান্ত যে জড়িত, সে কথা বিশদ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। বলার অপেক্ষ
রাখে না, কেবলমাত্র নাম ফাটানোর জন্যই সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠে
এনজিওটি। প্রকৃতপক্ষে দেশের এক শ্রেণীর এনজিও যেসব ক্ষেত্রে কা
করছে- প্রায় সব ক্ষেত্রেই তারা জাতীয় স্বার্থবিরোধী অপতৎপরতায় লি
রয়েছে। এ বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে যে মহলটি পর্দার আড়ালে তৎপ
রয়েছে, তাদেরও শনাক্ত করা প্রয়োজন। কিভাবে, কাদের দ্বারা প্রশ্নপত্র ফাঁসে
মতো জঘন্য অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে কালবিলম্ব না কর
শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার এবং অপরাধীদের আইনের
আওতায় আনা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার সমাপনী পর্যায়ে মান যাতে সমুন্ন
থাকে, সে জন্য সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার বিকল্প নেই
কেননা, শিক্ষার মানের সাথে আপসের অর্থই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
করে তোলা। সংশ্লিষ্ট সকলে প্রাথমিক শিক্ষার মান রক্ষার গুরুত্ব অনুধাব